[redacted]

[redacted]

লক্ষ্যেই আমাদের এই বিশেষ প্রণোদনা কর্মসূচি।

অনেক সময় কৃষকেরা সঠিক সময়ে মানসম্মত বীজের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমরা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ও প্রয়োজনীয় সার পৌঁছে দিচ্ছি। আমাদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ মাঠে থেকে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও রোগবালাই দমনে সব ধরনের কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবেন। সঠিক নিয়মে চাষাবাদ করলে এবার মুজিবনগরে আমন ও পেঁয়াজের বাম্পার ফলন হবে বলে আমরা আশাবাদী।

এছাড়াও মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্স ওমর ফারুক প্রিন্স সহজ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং সুবিধাভোগী প্রান্তিক কৃষকেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত তালিকাভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে উন্নত জাতের রোপা আমন ধানের বীজ, শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ (কন্দ) এবং প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুরে ৫৪তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম মাঠে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুর রাহীম।

এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি, মেহেরপুরের আয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ক্রীড়া সংগঠক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে অতিথিরা বলেন, খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সৌহার্দ্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

মুজিবনগরে রবি মৌসুমে শীতকালীন ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন পেঁয়াজ, মসুর, সরিষা ও গম ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের চত্বরে এ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলার কৃষকবৃন্দ।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়
৯০০ জন কৃষকের মাঝে ১ কেজি সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার, ৩০০ জন কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার, ১৬০ জন কৃষকের মাঝে তাহেরপুরি পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১,৭০০ জন কৃষকের

মাঝে ২০ কেজি গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

মোট ৩,০৬০ জন কৃষক এ প্রণোদনা সুবিধার আওতায় আসবেন বলে জানা গেছে।

সরবরাহ বাড়ায় দাম অর্ধেকে

মেহেরপুরের বাজারে বাড়তে শুরু করেছে শীতকালীন সবজির সরবরাহ। এতে দাম নেমেছে অর্ধেকে।

দামে এই নিম্নমুখী হওয়ায় ভয়ে রয়েছেন সবজি চাষিরা। চাষিরা বলছেন, বাজার স্বাভাবিক না হলে লাভের মুখ দেখতে পাবেন না কোনো সবজি চাষি।

মেহেরপুর বড়বাজারের সাথেই কাঁচাবাজারের আড়ত। সকাল থেকেই অন্যান্য সবজির পাশাপাশি শীতকালীন সবজি নিয়ে কাঁচাবাজারের আড়তে আসেন কৃষকরা। প্রতিদিন এভাবেই কাঁচামাল আমদানি ও বিক্রি হয় এই আড়তে।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে বাজার ঘুরে দেখা যায়, ফুলকপি, পাতাকপি, শিম, বরবটি, মুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি বাজারে এসেছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে শীতকালীন সবজি বাজারে এসেছে। এতে কমতে শুরু করেছে দামও।

গত সপ্তাহে পালং শাক কেজি প্রতি ৮০ টাকায় বিক্রি হলেও চলতি এ সপ্তাহে তা ৪০ টাকায় নেমে এসেছে। শিম ১০০ টাকা থেকে কমে ৪০ টাকা, ফুলকপি ১০০ টাকা থেকে কমে ৫০ টাকা ও বরবটি ৬০ টাকা থেকে কমে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া মুলা ১৫ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ২০ টাকা, ধনিয়া পাতা ২০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩০ টাকা, ওলকপি এবং বাঁধাকপি ৩৫ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে আলু, কচু, লাল শাক সহ অন্যান্য সবজির দাম ২০,২০,৪০ অপরিবর্তিত রয়েছে। কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদাও বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই। তবে শীতকালীন সবজির এই দাম নিম্নমুখী হওয়ায়

লোকসানের আশঙ্কা করছেন কৃষকরা।

সবজি চাষী আজগর আলী বলেন, চলতি মৌসুমে সার ও বালাই নাশকের দাম বেশি হওয়ায় উৎপাদন খরচও বেড়ে গেছে। এছাড়া আবহাওয়াজনিত কারণে ফসলের উৎপাদন কম হওয়ায় দাম না পেলে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হবো।

আরেক সবজি চাষী রাজ্জাক হোসেন বলেন, অনেক খরচ করে ফুলকপি চাষ করেছি। ফুলকপি যত্ন করে, ঠিকমতো পরিচর্যা করে বিক্রি করতে এসে দাম না পেলে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হবো।

অপরদিকে শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন সবজির আমদানি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন আড়ত মালিকরা।

মেহেরপুরের বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কায় চাষিরা

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। একথার প্রমান মিলেছে গাংনীর সব্জী গ্রাম সাহারবাটি এলাকার কৃষকদের ভাগ্যে। শীতকালিন আগাম ফুল কপি ও বাঁধা কাপিতে অতিমাত্রায় কিটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং কয়েকটি কোম্পানির কিটনাশক মিশিয়ে ককটেল তৈরি করে ফসলে স্প্রে করে এখন দিতে হচ্ছে খেসারত।
জমির ফুল কপি ও বাঁধা কপিতে পচন ধরায় চলতি মৌসুমে বড় ধরনের লোকসানের মুখে এখানকার কৃষকরা। আগাম শীতকালিন বাঁধা কপি ও ফুল কপির জমিতে পচন রোগ দেখা দিয়েছে। ফলে উৎপাদিত কপি জমিতেই নষ্ট হচ্ছে। আর ফুল কপির ওজন প্রত্যাশিত না হওয়ায় বাজরে বিক্রি করতে গিয়ে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে কৃষকদের।
বাঁধা কপি ও ফুলকপি বাজারে বিক্রি করে পরের আবাদে যাবেন তা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন জেলার কৃষকরা।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, জেলায় এবার ২ হাজার ৩শ হেক্টর জমিতে আগাম শীতকালীন সবজির আবাদ হয়েছে। যার বেশিরভাগই ফু



মাত্রায় ফলন পেতে হলে কৃষকদের সুষম মাত্রায় সার ও কিটনাশক প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন তিনি।